কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০. ২৪২২ তারিখ: ২৩/১২/২০২০ খ্রি:।

বিষয় : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০০তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সম্মানিত সকল সদস্যগণের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০খ্রি: রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ০২.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর ০১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অত্রসাথ প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি : **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০০তম সভার কার্যবিবরণী-০৬ (ছয়) পাতা।**

আবদুর রাজ্জাক
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি
ফোন নং-০২-৪৯২৭২২০০
dir.sca.gov.bd@gmail.com

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ -সভাপতি।
২. অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ -সদস্য।
৩. অধ্যাপক ড. শহীদুর রশিদ ভূঁইয়া, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা -সদস্য।
৪. অধ্যাপক ড. নাসরীন আক্তার আইভী, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় -সদস্য।
৫. সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -সদস্য।
৬. মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ -সদস্য।
৭. পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -সদস্য।
৮. পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -সদস্য।
৯. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর -সদস্য।
১০. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর -সদস্য।
১১. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ -সদস্য।
১২. পরিচালক (কৃষি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা -সদস্য।

চলমান পাতা-২

১৩. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা -সদস্য।
১৪. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর -সদস্য।
১৫. অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর -সদস্য।
১৬. প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -সদস্য।
১৭. কটন এগ্রোনমিষ্ট, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর -সদস্য।
১৮. বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রতিনিধি -সদস্য।
১৯. সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি -সদস্য।
২০. সভাপতি, বাংলাদেশ কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সমিতি -সদস্য।
২১. জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ৫/৩ এ, মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫ -সদস্য।
২২. .....।

অনুলিপি (কার্যার্থে) : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ/সীড রেগুলেশণ)/এডিডি (SR & QC), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
২. সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর ***(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।***
৪. অফিস কপি।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

১. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০০তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭ ডিসেম্বর ২০২০, বিকাল ০২.০০ টা।
সভার স্থান	:	০১ (এক) নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	"পরিশিষ্ট-ক" দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরুর জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ জানান। জনাব আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করেন। ড. মো: জাকির হোসেন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৯তম ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর ৯৯তম ভার্চুয়াল সভা গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রোজ বুধবার ১১.০০ ঘটিকায় ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ০১ নং সম্মেলন কক্ষে Zoom Cloud Meeting Platform এ (অনলাইন সভা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি: তারিখের ১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০-১৩১২ সংখ্যক স্মারকে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯৯তম সভার ভার্চুয়াল কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হল।

আলোচ্য বিষয়-২ : আউশ/২০২০-২০২১ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আউশ/২০২০-২০২১ মৌসুমে ০৩ (তিন)টি বীজ কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য ০৫ (পাঁচ)টি হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করেছে। উক্ত ৫টি কোম্পানির হাইব্রিড জাতের সাথে ১টি চেক জাতসহ ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের কোড ভিত্তিক ফলাফল তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০০তম সভায় উল্লিখিত হাইব্রিড জাতসমূহের কোড উন্মুক্ত করা হয় এবং মাঠ মূল্যায়নের কোড ভিত্তিক ফলাফল Computerized mean Performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। ১ম বর্ষে ট্রায়ালে অংশগ্রহণকৃত জাতসমূহের কোড নম্বর ও হেটারোসিস % নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হল।

১ম বর্ষ-মোট ০৫ টি

Sl.No	Code no.	Variety Name	Seed Institute/Company	Source Country	Remarks
1.	H-1429	Syngenta S-1204 (RH-	Syngenta Bangladesh	India	1st Year
2.	H-1425	ACI hybrid dhan 20 (AH	ACI Ltd	Bangladesh	1st Year
3.	H-1430	ACI hybrid dhan 18 (Qyou	ACI Ltd	China	1st Year
4.	H-1426	MRP-5629	Mahyco Bangladesh Private	India	1st Year
5.	H-1428	RXEL-35	Mahyco Bangladesh Private	India	1st Year
6.	H-1427	BRRI dhan48	BRRI	Bangladesh	Check

সিদ্ধান্ত : আগামী আউশ মৌসুমে ২য় বছর ট্রায়ালের পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর বোরো মৌসুমের ১টি অগ্রবর্তী লাইন BRC266-5-1-1-1 কে ব্রি ধান১০০ হিসেবে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কৌলিক সারি **BRC266-5-1-1-1** ২০০৬ সালে ব্রি কুমিল্লায় BR16 ও 90060-TR1252-8-2-1 এর সাথে সংকরায়ণ করা হয় এবং পরবর্তীতে বংশানুক্রম সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। ব্রি কুমিল্লা এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্রি কুমিল্লা হতে ব্রি গাজীপুরে নির্বাচিত হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি স্থানান্তর করে ৫ বছর ফলন পরীক্ষার পর কৌলিক সারিটি ২০১৭ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটির ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সে.মি.। জাতটির গড় জীবনকাল ১৫১ দিন, ১০০০টি পুষ্ট ধানের মোট ওজন গড়ে ১৯.৪ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং রঙ হালকা বাদামী। দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭% এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৩%।

উক্ত জাতটি ২০১৯-২০২০ সনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর ও বরিশাল ১০ টি কৃষি অঞ্চলের অঞ্চলের ৯ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। চেক জাত ব্রি ধান৫৮ এর সাথে ৯ টি স্থানের মধ্যে ২ টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৭টি স্থানে ফলন কম হওয়ায় বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৮.০৫টন/হেক্টর ও গড় জীবনকাল ১৫১ দিন এবং চেক জাত ব্রি ধান৫৮ এর গড় ফলন ৭.৫৯ টন/হেক্টর ও জীবনকাল ১৫০ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে বোরো মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডি ইউ এস টেস্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Leaf colour, Penultimate: pubescence of blade, Flag leaf: attitude of blade, Panicle length, Grain: wt of 1000 fully developed grains (at 12%) মোট ৫টি বেশিষ্ট্যে চেক জাত বি আর১৬ থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে ড. কৃষ্ণপদ হালদার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন, প্রস্তাবিত জাতটিতে Glycemic Index (GI) এর মান ৫৫.০৪ যা বি আর১৬ এর Glycemic Index (GI) (৫১.৯৪) এর চেয়ে সামান্য বেশী, দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭%। যেহেতু বিশেষ গুন সম্পন্ন একটি জাত তাই তিনি জাতটি ছাড়করণের অনুরোধ করেন। ড. নাসরিন আক্তার আইভী, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জানান মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৯টি স্থানের মধ্যে ফলন কম হওয়ায় ৭টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ছাড়করণের সুপারিশ করা সমীচীন হবে না। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, জানান প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৮.০৫ টন/হে. ও চেকজাত ব্রি ধান৫৮ এর গড় ফলন ৭.৫৯ টন/হে. এবং জাতটি Glycemic Index (GI) এর মান বি আর ১৬ থেকে বেশি। যেহেতু জিআই এর মাত্রা এ জাতটিতে বেশি সেজন্য প্রয়োজনে পুনরায় ব্রি ধান৫৮ এর সাথে ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করা যেতে পারে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর বোরো মৌসুমের অগ্রবর্তী লাইন BRC266-5-1-1-1 কে পুনরায় সমজীবনকাল সম্পন্ন চেক হিসেবে ব্রি ধান৫৮ এর সাথে ট্রায়াল করে প্রাপ্ত ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর বোরো মৌসুমের ১টি অগ্রবর্তী লাইন BR8631-12-3-5-P2 কে ব্রি ধান১০১ হিসেবে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কৌলিক সারি নং-BR8631-12-3-5-P2 যা ২০০৬ সালে BR7166-5B-5 ও BG305 এর সাথে সংকরায়ণ করা হয় এবং প্রাপ্ত F1 population টি ২০০৭ সালে ব্রি ধান২৯ এর সাথে আবারও সংকরায়ণ করা হয় ও পরবর্তীতে বংশানুক্রমে সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটির গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৭৪ এর মতো ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্থ ও লম্বা, পাতার রঙ সবুজ। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১ সে.মি. ও গড় জীবনকাল ১৪৮দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ১৬.৮ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬.৮ ভাগ ও প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮ ভাগ ও ভাত ঝরঝরে। চালের আকৃতি মাঝারি চিকন। প্রস্তাবিত জাতটিতে জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মিলিগ্রাম/কেজি যা ব্রি ধান৭৪ এর চেয়ে বেশী (২৪.২ মি.গ্রাম/কেজি)।

উক্ত জাতটি ২০১৯-২০২০ সনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর ও বরিশাল ১০ টি কৃষি অঞ্চলের অঞ্চলের ১০ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। চেক জাত ব্রি ধান ৭৪ এর সাথে ১০ টি স্থানের মধ্যে ৪ টি স্থানে ১০% এর বেশী এবং ৬ টি স্থানে ফলন ১০% এর কম/সমান ফলন দিয়েছে। ১০ টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৭.৬৯ টন/হেক্টর ও চেক জাত ব্রি ধান৭৪ এর গড় ফলন ৭.৪১ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত ও চেক জাতের জীবনকাল

১৪৮ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে বোরো মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর DUS Tests সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে Penultimate: pubescence of blade, Grain: wt of 1000 fully developed grains (at 12%) Grain: length without dehulling, Polished grain: size of white core or chalkiness মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত ব্রি ধান৭৪ থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশে জিংক সমৃদ্ধ জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে জানাতে চান। ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, জানান বর্তমানে জিংক সমৃদ্ধ ও আয়রণ সমৃদ্ধ কয়েকটি জাত ব্রি'র রয়েছে। পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, জানান প্রস্তাবিত জাতটি বিশেষ গুণ সম্পন্ন (জিংক এর পরিমাণ ২৫.৭ মিলিগ্রাম/কেজি) ও চেকজাতের চেয়ে ৪টি অঞ্চলে ১০% বেশি ফলন বেশি হয়েছে। ফলে ইনব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণের পদ্ধতি মোতাবেক জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে। ড. হোসনেয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), রান্নার পরে জাতটিতে জিংক এর পরিমাণ কতটুকু থাকে জানতে চান। জবাবে ড. মো: আবদুল কাদের, পিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, বলেন রান্নার পরে জিংক এর পরিমাণ বিদ্যমান জিংক এর চেয়ে শতকরা ১০ ভাগের মতো কমে যায়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় মুজিব শতবর্ষে পুষ্টি সমৃদ্ধ জাত হিসেবে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান১০০ হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করার বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর বোরো মৌসুমের অগ্রবর্তী লাইন BR8631-12-3-5-P2 কে ব্রি ধান১০০ হিসেবে বোরো মৌসুমে জিংক সমৃদ্ধ জাত হিসেবে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয়-৫ : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত ০১ (এক)টি লবণাক্ততা সহিষ্ণু দেশী পাটের লাইন সি-১২২২১ কে বিজেআরআই দেশী পাট ১০ হিসেবে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের লাইন সি-১২২২১ যা দেশী পাটের জার্মপ্লাজম 160B এর সাথে জার্মপ্লাজম C-164 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্ত এলাকায় বপন উপযোগী, তবে দেশের সমগ্র অঞ্চলেও চাষাবাদ করে আশানুরুপ ফলন হবে। এ জাতটির কান্ড সবুজ, পাতা ডিম্বাকৃতির লম্বাটে এবং পাতার বোঁটা সবুজ রঙের। প্রচলিত জাতের তুলনায় এটি স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা (১২ ডিএস/মি.) সহিষ্ণু জাত। ছিটিয়ে ও সারিতে উভয় পদ্ধতিতে এর বীজ বপন করা যায়। গাছের বয়স ১০৫ থেকে ১১৫ দিনের মত হলে কেটে জমিতে চাষ ও মই দিয়ে রোপা আমন ধান লাগানো যায়। পরবর্তী ফসল হিসেবে গম বা অন্যান্য রবি ফসল চাষাবাদ করা যায়।

উক্ত জাতটি ২০২০-২১ মৌসুমে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের ৫ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৫ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় পপুলেশন ২.৯৪ লক্ষ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ২.৬৯ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৯.৭১ মি. মি., আঁশের ফলন ২.৫৭ টন/হেক্টর ও পাট কাঠির ফলন ৭.২১ টন/ হেক্টর। অপরদিকে চেকের গড় পপুলেশন ২.৪৫ লক্ষ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ২.৪৬ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৭.০৮ মি. মি., আঁশের ফলন ২.৩১ টন/হেক্টর ও পাট কাঠির ফলন ৬.৫৮ টন/ হেক্টর। ৫টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর DUS Tests সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে মোট ৬টি বৈশিষ্ট্যে (Petiole color, Leaf shape, Days to first flowering, Days to flowering of 50% plants, Pigmentation of fruits and 1000 seed weight) চেক জাত বিজেআরআই দেশী পাট ৮ থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে ড. নার্গীস আক্তার, সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই, বলেন প্রচলিত জাতের তুলনায় এটি স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা (১২ ডিএস/মি.) সহিষ্ণু। ছিটিয়ে ও সারিতে উভয় পদ্ধতিতে এর বীজ বপন করা যায়। গাছের বয়স ১০৫ থেকে ১১৫ দিনের মত হলে কেটে জমিতে চাষ ও মই দিয়ে রোপা আমন ধান লাগানো যায় এবং পরবর্তী ফসল হিসেবে গম বা অন্যান্য রবি ফসল চাষাবাদ করা যায় বিধায় জাতটিকে ছাড়করণের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে ড. নাসরীন আক্তার আইভী, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, প্রস্তাবিত জাতটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং ফলন ভাল। তাই এ ধরনের একটি জাত উদ্ভাবন করায় ধন্যবাদ জানান। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত জাতটিকে বিজেআরআই দেশী পাট ১০ হিসেবে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু দেশী পাটের লাইন সি-১২২২১ কে বিজেআরআই দেশী পাট ১০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয়-৬: 'নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী' এর আওতায় জাত প্রত্যাহারের প্রস্তাবনা।

বীজ আইন, ২০১৮ এর ১৩ নং ধারার ২ উপধারার (খ) অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর অন্যতম একটি কাজ হল, "নিম্ন ফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড় সংবেদনশীল হইবার কারণে কোন জাতের ছাড়করণ বা নিবন্ধন প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান"। এর আলোকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় 'নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী' (মেয়াদ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত) সমাপ্ত হয়েছে। কর্মসূচিটির মাধ্যমে নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি বীজ কোম্পানি থেকে ইনব্রিড ও হাইব্রিড ধানের বীজ নমুনা নিয়ে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে পরপর দুইবার বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ৭টি আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ৭টি জেলায় উৎপাদন উপযোগিতার (Performance Test) ট্রায়াল করা হয়। আঞ্চলিক মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নকৃত ফলাফল প্রতিবেদন 'Stability Analysis' এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের পর ২১টি জাতের ডিনোটিফিকেশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। জাত গুলো হল: আউশ মৌসুমের ৪টি জাত যথা:- বিআর২০, বিআর২১, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান ৪৩; আমন মৌসুমের ৯টি জাত যথা:- বিআর ১০ (ব্রি ধান ৩০ এর অনুরূপ), বিআর ২৫, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বিনাশাইল, বিইউ ধান ২, ব্রি ধান৬২, বিএডিসি হাইব্রিড ধান ৪, হীরা ধান ১০ (HSD-41) ও বোরো মৌসুমের ৭টি জাত যথা:- ইরাটম ২৪, বিনা ধান ৮ (ব্রি ধান৪৭ এর অনরূপ), ব্রি হাইব্রিড ধান১, ব্রি হাইব্রিড ধান২ (ব্রি হাইব্রিড ধান৩ এর অনুরূপ), জেডএফ৩১ (হাইব্রিড), বাউ ধান ৬৩ (Maintenance Breeding কার্যক্রম বন্ধ), ব্রি ধান৬১ (Neck Blast প্রবণ, মাঠে নেই)।

আলোচনার শুরুতে ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর, বলেন প্রত্যাহারের প্রস্তাবকৃত জাতগুলো যেহেতু পুরাতন ও ফলন কমে গেছে তাই সেগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জার্মপ্লাজম বা কৌলিক সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে যা পরবর্তীতে গবেষণায় নতুন জাত উদ্ভাবনে ব্যবহৃত হবে। জাতগুলোর কৃষকের মাঠে চাষাবাদ হবে না। দেশে সাম্প্রতিক উচ্চ ফলনশীল ও আবহাওয়া উপযোগী জাতগুলো যেন শত ভাগ জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে সার্বিক ফলন বৃদ্ধি পায় সে জন্য বীজ আইনের ধারা ১৩(২) মোতাবেক নিম্ন ফলনশীল জাতগুলো মাঠ হতে প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রস্তাব করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ড. নাসরীন আক্তার আইভী, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, জাত প্রত্যাহারের বিষয়টি এখনই না করে নতুন উচ্চফলনশীল জাত দিয়ে Replace করা যেতে পারে। জনাব মো: মাসুম, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন, জাত প্রত্যাহারের বিষয়টির সিদ্ধান্ত এককভাবে না নিয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে বলেন, বীজ আইন ২০১৮ অনুযায়ী সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাত প্রত্যাহারের বিষয়টি যৌক্তিক এবং বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার চায় কৃষকরা নতুন উচ্চফলনশীল ফসলের জাত চাষাবাদ করবে। এতে সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন ।

উপ-কমিটির সদস্যগণ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১,	ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা ।	আহবায়ক
২.	ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর ।	সদস্য
৩.	ড. নাসরীন আক্তার আইভী, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর ।	সদস্য
৪.	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা ।	সদস্য
৫.	নিরুত্তম কুমার সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা ।	সদস্য
৬.	ড. হোসনেয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ ।	সদস্য
৭.	ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর ।	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা ।	সদস্য
৯.	আহমেদ শাফী, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর ।	সদস্য-সচিব

সিদ্ধান্ত : উল্লিখিত কমিটি কর্তৃক বর্তমানে 'নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী' এর আওতায় জাত প্রত্যাহারের প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের জাত প্রত্যাহার বিষয়ে তথ্যাদি যাচাই পূর্বক ফলাফল উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭: বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী, ফি'র হার নির্ধারণ (ডিইউএস বীজ পরীক্ষা ফি, নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি, বীজ প্রত্যয়ন সনদ ফি, আপিল নিষ্পত্তি ফি ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের নিবন্ধন ফি এর হার পুনর্নির্ধারণ) ।

বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর ৩(ঝ) এ বোর্ডের কার্যাবলীতে উল্লেখ আছে যে, বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি, বিলম্ব ফি, পরীক্ষা ফি, বীজ প্রত্যয়ন ফি, আপিল নিস্পত্তি ফি, নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি এবং ডিইউ এস বীজ পরীক্ষা ফি এর হার নির্ধারণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে। বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর ১০(১) এ উল্লেখ আছে যে, বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ পূর্বক ফরম-৮ অনুয়ায়ী বোর্ড বরাবর আবেদন করতে হবে।

বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর ১৩ নং ধারা অনুয়ায়ী, "বীজ ডিলার বীজ প্রত্যয়ন সনদের জন্য ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া রশিদসহ ফরম ১২ অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বরাবর আবেদন দাখিল করিবে"। যেহেতু বিধিমালায় নির্ধারিত ফি এর উল্লেখ নেই সেহেতু সভায় সকলের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে পূর্ববর্তী ফি সংশোধন করে যুক্তিসঙ্গত ডিইউএস বীজ পরীক্ষা ফি, নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি, বীজ প্রত্যয়ন সনদ ফি, আপিল নিস্পত্তি ফি এর হার পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন ফি প্রতি জাত/প্রতি শ্রেণি/প্রতি কম্পেক্ট এরিয়া (মৌজাসহ) জন্য ২০০ টাকা, ডিইউ টেস্ট প্রতি জাত ২০০০ টাকা, ভিসিও টেস্ট প্রতি জাত ১০০০ টাকা, বীজ পরীক্ষা ফি (বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা=২০ টাকা, আর্দ্রতা প্রতি নমুনা=২০ টাকা ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা= ২০ টাকা) নির্ধারিত আছে।

সিদ্ধান্ত: নিম্নবর্ণিভাবে নির্ধারণের জন্য বীজ বিধি ২০২০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল ।

ক্র:নং	প্রযোজ্য ফি এর বিবরণ	ফি এর চলমান হার (টাকা)	ফি এর প্রস্তাবিত হার (টাকা
১	বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি	৫০০/-	৫০০/-
২	বীজ ডিলার নবায়ন ফি	৬০০/-	৬০০/-
৩	বীজ ডিলার নিবন্ধন নবায়নের বিলম্ব ফি	-	১০০/-
৪	বীজ প্রত্যয়ন ফি; ফসল অনুযায়ী/ জাত অনুযায়ী/শ্রেণি অনুযায়ী/নিবিড় এলাকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মে ২০০/- টাকা ট্রেজারী চালানসহ বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদন	২০০/-	২০০/-
৫	আপিল নিস্পত্তি ফি	৫০০/-	৫০০/-
৬	নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি	(বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা=২০ টাকা, আর্দ্রতা প্রতি নমুনা=২০ টাকা ও অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা=২০ টাকা) মোট=৬০/-	(বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা=২৫ টাকা, আর্দ্রতা প্রতি নমুনা=২৫ টাকা ও অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা=৫০ টাকা) মোট=১০০/-
৭	ডিইউএস বীজ পরীক্ষা ফি	২০০০/-	৩০০০/-
৮	ভিসিইউ পরীক্ষা ফি	১০০০/-	১০০০/-
৯	অনিয়ন্ত্রিত ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি জাতের নিবন্ধন ফি	-	১০০০/-

আলোচ্য বিষয়-৮: বিবিধ-

ক) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হাইব্রিড চেকজাতের সাথে প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়ালে Heterosis ৫% এর স্থলে ১০% এর বেশি ফলন হলে তা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবনা ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরীর কমিটি এর ৯০তম সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৫তম সভায় আলোচ্য বিষয় ২ এ সিদ্ধান্ত হয় যে, হাইব্রিড ধানের জাত চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হলে অবশ্যই প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন চেক জাত হতে কমপক্ষে ১০% বেশি থাকতে হবে। পরবর্তীতে সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় বীজ বোর্ড এর ১০০তম সভায় চেক জাতের সাথে প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়ালে ৫% এর বেশি ফলন হলে তা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে ৫% Heterosis এর ফলে নিম্ন ফলনশীল হাইব্রিড জাত নিবন্ধিত হওয়ায় ক্রমাগত ফলন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ব্যহত হবে। তাই ৫% এর স্থলে ১০% Heterosis হলে কম ফলনশীল হাইব্রিড জাত নিবন্ধন রোধ করা সম্ভব হবে। সভায় সকলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উপর্যুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে জামিল হাসান, বিভাগীয় প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ (ব্রি), গাজীপুর বলেন, হাইব্রিড জাতের ধানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে Standard yield নির্ধারণ করলে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধান নিবন্ধিত হবে । জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড লি. ও

প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন, ইতোপূর্বে Standard yield নির্ধারন করার বিষয়ে প্রস্তাব করেছি। সভাপতি মহোদয় বলেন, আলোচ্য বিষয়-৬ এর 'নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী' এর আওতায় জাত প্রত্যাহারের প্রস্তাবনা বিষয়ের গঠিত উপ-কমিটি এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বিষয়-৬ এর আওতায় জাত প্রত্যাহারের প্রস্তাবনা বিষয়ে গঠিত উপ-কমিটি আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট চেকের পরিবর্তে Standard yield নির্ধারনের পরামর্শ প্রদান করবে।

বিবিধ খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৭তম সভায় উপস্থাপিত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে এফ১ হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি পুনরায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবনা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভা ও কারিগরী কমিটির ৮৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাইব্রিড বীজ উৎপাদন প্রত্যয়নের আওতায় আনতে হবে এবং হাইব্রিড বীজের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে F_1 হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি পুনরায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা যেতে পারে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৭তম সভার আলোচ্যসূচী ৩ অনুযায়ী F_1 হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন বিষয়ে এসসিএ কে সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত নিয়ে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই মোতাবেক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বিগত ১৮/১২/২০১৬ তারিখে F_1 হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের সুপারিশ নিম্নরুপ:

১. যে সমস্ত হাইব্রিডের জাতের উৎস জানা নেই, সে সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে যে দেশ থেকে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান জাতসমূহের প্যারেন্ট লাইন আমদানী করবে সেই দেশের প্রত্যয়ন ট্যাগকে উৎস ধরতে হবে।

২. হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন ঐচ্ছিক হতে পারে এবং সেমিনারে উপস্থিত F_1 হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি পরবর্তী কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপনের সুপারিশ রয়েছে।

F_1 হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি সেমিনার হতে প্রাপ্ত মতামতসহ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক বীজ প্রত্যয়নের নিয়মমত হাইব্রড ধান বীজ ও ঐচ্ছিক ভিত্তিতে প্রত্যয়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাইব্রিড বীজ উৎপাদন প্রত্যয়নের আওতায় আনতে হবে এবং হাইব্রিড বীজের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে কর্তনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৭তম সভার সিদ্ধান্ত:

(ক) জাতীয় বীজ কোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে F_1 হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

(খ) হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন বিষয়টি ঐচ্ছিক হবে।

(গ) যে সমস্ত হাইব্রিডের জাতের উৎস জানা নেই, সে সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে যে দেশ থেকে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান জাতসমূহের প্যারেন্ট লাইন আমদানী করবে সেই দেশের প্রত্যয়ন ট্যাগকে উৎস ধরতে হবে।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৭তম সভায় উপস্থাপিত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে F_1 হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22/12/2020

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
ও সভাপতি
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।

পরিশিষ্ট-(ক)

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি ১০০তম সভায় উপস্থিত সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা ঃ

স্থান ঃ ০১ নং সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ ।

সময় ঃ বিকাল ০২.০০ ঘটিকা।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ড. শেখ মোঃ বখতিয়ার	নির্বাহী চেয়ারম্যান	01733985229	[signature] 17/12/2020
২.	আব্দুর রাজ্জাক	পরিচালক - ওয়াটার সিড কোম্পানি	01718050904	[signature]
৩.	ড. মো: আমির ফিরোজ চৌধুরী সদস্য-পরিচালক	সদস্য পরিচালক বিএআরসি	01552355393	[signature] 17/12/2020
৪.	ড. মো: আনোয়ার হোসেন	DD (QC), SCA	01984855843	[signature] 17/12/2020
৫.	ড. মো: আকতার হোসেন খান	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ কৃষি মন্ত্রণালয়	01745041415 cst@moa.gov.bd	[signature]
৬.	ড. নাসরিন আক্তার সিএসও, প্রজনন বিভাগ	সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বারি	01552413112	[signature]
৭.	ড. মো: খালিলুর রহমান ভিন	পিএসও ও প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি	01718-289602	[signature]

G:\RAFIQ\ATTENDENT SHEET.DOC

ক্র: নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
৮.	নিরুত্তম কুমার সরকার	উর্ধ্ব: পরিচালক ডিএই, খামারবাড়ি	০১৭১৫ ০৮৬ ১০৩	
৯.	কপিল দেব বিশ্বাস	প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ACI Ltd	01708139306	
১০.	ড. হোসনেয়ারা বেগম	পরিচালক (গবে:) BINA	01714492742	
১১.	মো: ফজলুল হক [illegible]	কৃষক প্রতিনিধি	01712819671	
১২.	ড. মাহবীন আক্তার আইভী	BSMRAU, Gazipur	01552328109	
১৩.	এম এম আলতাফ হোসেন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি	০১৭১২৬৭১৭০৪০	১৭/১২/২০২০
১৪.	ড. মোঃ আবু জাফর সরকার	সি ই ও [illegible]	০১৭১২৫৫৫০০১১	১৭/১২/২০২০
১৫.	ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ	এস.এস.ও. প্রজনন বিভাগ বিএআরআই ঢাকা	01707008164	17/12/2020
১৬.	প্রো: আল-মামুন	বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি	01711186051	17.12.20

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭.	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	[illegible], বিজেআরআই	[illegible] mostofabjri@gmail.com	[signature] 17/12/2020
১৮.	ড. মোঃ আজহার আলী	[illegible] গাজীপুর	01712-044704. kb.azahar [illegible]@gmail.com	[signature] 17/12/2020
১৯.	মোঃ মাসুম	প্রতিনিধি বাংলাদেশ [illegible]	[illegible]	মাসুম 17/12/2020
২০.	ড. মোঃ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature] 17/12/2020
২১.	Mohammed Habibullah	Stewardship Manager Syngenta (BD) Ltd	01714103176	[signature] 17/12/2020
২২.	মোঃ জামিলুর রহমান	উপপরিচালক [illegible]	01799873720	[signature] 17/12/2020
২৩.	রুক্সানা [illegible]	ADD(SRAC) SCA, Gazipur.	01711160159	[signature] 17/12/2020.
২৪.	পাপি রানী রায়	Sample Collection Officer SCA, Gazipur	01783265217	[signature] 17/12/2020